জড়ীয় বস্তুর সহিত কোন সম্বন্ধ রচনা না করিয়া অনবরত পরমানন্দময় শ্রীহরির চরণে গাঢ় আবেশ থাকায় পরমানন্দরসে ডুবিয়া থাকিবে এবং দেহান্তেও সেই আনন্দরসেই মাতিয়া থাকিবে। অতএব তোমার বাঁচা-মরা দুই সমান। ব্যাধ! তুমি বাঁচিও না—মরিও না। যেহেতু তোমার ইহকালও নাই, পরকালও নাই। তুমি যতদিন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত বৈষয়িক সুখ অনুভব করিবার সামর্থ্য নাই এবং পরলোকেও হিংসাজনিত পাপের ফলে দুঃখময় নরকে যাইতে হইবে। শ্রীহরিকথা ব্যাধকে কেই বা শুনাইবে এবং সেই বা কোথায় খুঁজিতে যাইবে? বিশেষতঃ হিংসাবিদ্ধ হৃদয় বলিয়া শ্রীহরিকথা আস্বাদন করিবার সামর্থ্যের অভাব; যেহেতু শ্রীহরিকথা মাধুর্য্য অতি নিগূঢ়—এই অভিপ্রায়েই শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বস্তু নির্ণয়প্রসঙ্গে "ধর্ম্মঃপ্রোজ্ঝিতকৈতব" শ্লোকে "সদ্যোহৃদ্যবরুধ্যতেঽত্রকৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ" তাহাতে শ্রীধর স্বামীপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"শ্রবণেচ্ছাতু পুণ্যৈর্বিনা ন উৎপদ্যতে" শ্রীহরিকথা শ্রবণের ইচ্ছা কিন্তু পবিত্র হৃদয় বিনা উৎপন্ন হয় না। অতএব হিংসাবিদ্ধ হৃদয় ব্যাধের পক্ষে শ্রীহরিকথা শ্রবণের ইচ্ছাই জন্মিতে পারে না অথবা 'পশুঘ্ন' শব্দে যাহার পরনিন্দামাত্রেই তাৎপর্য্য, সেই দৈত্যস্বভাব মানুষই পরহৃদয়ে বেদনা প্রদান করে বলিয়া হিংসকের ধর্ম্ম থাকায় তাহাকে 'পশুঘ্ন' শব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ নিন্দাতে যেমন হৃদয়ে বেদনা দেওয়া হয়, এইপ্রকার শস্ত্রাদি আঘাতে হয় না। এই অভিপ্রায়েই শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবতে উল্লেখ আছে—

"মদ্যপের গতি আছে কোন কালে,
পর নিন্দকের গতি না দেখিয়ে ভালে॥"

অথবা 'পশুঘ্ন' শব্দের অর্থ ব্যাধ; সেই ব্যাধ ও মৃগ প্রভৃতির সৌন্দর্য্যাদি গুণ গ্রহণ না করিয়া হিংসামাত্রেই তৎপর থাকে, আর এক উচ্চ সম্প্রদায়ের পশুঘাতী যাঁহাদের চিত্ত চিরদিন কর্ম্মপরতন্ত্রতায় কঠোর হইয়া যজ্ঞাদি ব্যপদেশে পশু বলিদান করিয়া করিয়া একেবারে কঠোরতর হইয়াছে, তাহারাও পশুঘ্ন। অতএব শ্রীহরিকথার গ্রহনে সমর্থ্য নাই বলিয়া 'পশুঘ্ন' ভিন্ন শ্রীহরিকথা শ্রবণে আর কোন্ জন বিরত হয় বলা হইয়াছে। সুতরাং একথা বলা ঠিক যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। শ্রীহরিকথাবিমুখ জনসমাজকে নিন্দাই এ শ্লোকের তাৎপর্য্য। ৩।১৩।৫০ শ্লোকে শ্রীমৈত্রেয় ঋষি শ্রীহরিকে যাহা বলিয়াছেন, তাহারও অভিপ্রায় এইপ্রকার। শ্রীমৈত্রেয় বিদুরকে কহিলেন—হে বিদুর! যে জন ভক্তিকেই সর্ব্বপুরুষার্থের মহাফল বলিয়া জানে, সেই জনই সারজ্ঞ; আর যে জন ভক্তিকেই পুরুষার্থ প্রাপ্তির সাধন বলিয়া জানে কিন্তু ফল বলিয়া জানে না,